তারিখ 18 AUG 1991
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

প্রসঙ্গ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সন্ত্রাসের জবাব চাই

আহমদ রফিক

কথায় ও কাজে অসঙ্গতি আমাদের রাজনীতিকদের একটি মস্তবড় অংশের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলেন, জনসভায় গলাবাজি করেই বলেন, এমন কি ক'দিন আগে সংসদেও তারস্বরে বলতে শুনেছি, আবার পেছন ফিরেই সন্ত্রাসের পক্ষে মদদ যোগাতে থাকেন।

এই অপ্রিয় কথাগুলো আজ দেশের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কেই সত্য। তবু আজকে আমাদের বক্তব্যের লক্ষ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সন্ত্রাসী বর্বরতা আর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গেছে। আজকের শান্তিপ্রিয় নাগরিক কি ভাবতে পারবেন যে; একটি বিশেষ রাজনৈতিক ছাত্রদলের উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী কর্মীরা 'ভিসি'র বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে দিনের পর দিন? সেই বাসার টেলিফোন সংযোগ কেটে দিয়েছে। বাড়ির বাইরে ছাপ্পা মেরে লিখে রেখেছে এটা 'সাব-জেল' - কী অপরিসীম স্পর্ধা! এদেরকে আপনি 'ছাত্র' বলবেন?

এই ঘটনার পশ্চাদপট আজকের নয়। বেশ কয়েক মাসের। তাদের দাবি, ভি সি'কে সরাতে হবে। কেন? ভিসি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নন। তার কাছ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করা যাচ্ছে না। ফলে রাজনৈতিক

> এই ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে একটি উদ্দেশ্যই কাজ করে আসছে, কোন দল বিশ্ববিদ্যালয় শাসন করবে? আর এই বেয়াড়া লোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় হাজার আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ মোট বারো হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতে অনিশ্চিত করে তুলেছে, এমনকি কারো কারো জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।

সমাবেশ, পাল্টা সমাবেশ, হামলা পাল্টা হামলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নারকীয় করে তুলেছে।

এই যে অস্বস্তিকর অবস্থা, দমবন্ধ অবস্থা, সন্ত্রাসী ও আতংকজনক অবস্থা- এতে কারো শিরঃপীড়ার কারণ ঘটছে বলে মনে হয় না। যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর, তেমনি সরকারের, তেমনি দেশে দায়িত্বশীল নাগরিকদের। মনে হয়, এ বিষয়ে কারো কোন দায়দায়িত্ব নেই, নৈতিক কর্তব্যবোধ নেই; যা ঘটছে ঘটুক, ঘটনা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, হোক।

এই ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে একটি উদ্দেশ্যই কাজ করে আসছে, কোন্ দল বিশ্ববিদ্যালয় শাসন করবে? আর এই বেয়াড়া লোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় হাজার আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ মোট বারো হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে তুলেছে, এমন কি কারো কারো [জীবন] বিপন্ন করে তুলেছে। এর কারণ একটাই। ১৯৯০ [সালের] ফেব্রুয়ারী চাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিপুল পরাজয়। আর এই পরাজয়ের পর থেকেই শিবির নানা কায়দায় তাদের সমর্থক ছাত্র ও কিছুসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একের পর এক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনি উত্তপ্ত করে তুলেছে যে সেখানে সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নিরাপত্তার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে শিবির-জঙ্গীরা হলে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া একং ছাত্রী হলে ভয়ভীতি প্রদর্শনের স্পর্ধাও প্রকাশ করেছে। এইসব ঘটনায় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে এসেছেন এতকাল।

আজ যারা শিবিরের হয়ে গলাবাজি করছেন, এবং একই সঙ্গে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে কথা বলছেন, তাদের কাছে আমাদরে প্রশ্নঃ উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর ২২ ডিসেম্বর বিজয়ী চাকসু সমর্থক ছাত্র ও শিক্ষকদের মিছিলে শিবিরের সশস্ত্র কর্মীদের হামলা এবং তাতে একজন ছাত্রের মৃত্যু ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীসহ শতাধিক ছাত্রের আহত হওয়া কোন্ গণতান্ত্রিক রীতিনীতিসম্মত? এর পর থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকছে, আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলছে এর দায় কাদের?

কয়েকদিন আগে সংসদে জামাতের এক সদস্য তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করে বললেন, শিবির সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত নয়। মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করিঃ এই যে ঘটনাবলী এবং ভিসি'র বাড়ি ঘেরাও করে তাকে দিনের পর দিন বেরুতে না দেওয়া, এটা কোন্ গণতান্ত্রিক রীতির প্রকাশ? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকেও এই উপলক্ষে স্বীকার করতে হয়েছে যে, অবরোধকারী ছাত্রগণ সবাই শিবিরের। তাহলে, কেন এই মিথ্যাচার?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতে ইসলামীর জনাব নিজামীর উপর হামলায় গণতন্ত্রী মানুষ মাত্রেই ক্ষুব্ধ হয়েছে, ঘটনার নিন্দা করেছে; কিন্তু সেই ঘটনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে এবং অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর তুলনায় তাৎপর্যহীন। এই প্রসঙ্গে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না, একাত্তরে এই জামাত এবং জামাতপন্থী ছাত্ররা কী নৃশংসভাবে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের খুন করেছে এবং খুন করেও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তারা দেশের আইন অনুযায়ী বিচারের সম্মুখীন হয়নি। আজো তারা একাত্তরের নীতি থেকে যে বিচ্যুত হয়নি তার প্রমাণ, মাঝে-মধ্যে তাদের বক্তব্যে থলের সেই উন্মুক্ত নখ বেড়াল বেরিয়ে আসে।

গত ১১ আগস্ট বায়তুল মোকাররমের পাশে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় জনাব নিজামী গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পক্ষে চমৎকার সব কথা বলেছেন। বলেছেন "সন্ত্রাসের উৎস ফ্যাসিবাদী মানসিকতা। সন্ত্রাস আর গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারেন না।" ঠিকই, এই দুই বিপরীত পাশাপাশি চলতে পারে না। তাই জনাব নিজামীকে আমাদের প্রশ্নঃ আজ চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের উৎস কারা? কারা সেই ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে? জনাব নিজামী জবাব দেবেন কি, হাসপাতালে ঢুকে প্রতিপক্ষ ছাত্রের হাত কেটে আনা কোন্ গণতান্ত্রিক আইনে সিদ্ধ? অথচ আজ পর্যন্ত ওই ঘটনার বিরুদ্ধে নিজামী সাহেবরা কথা বলেননি কেন?

তার জনসভা অনুষ্ঠানের একই দিনে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র সমর্থকদের হামলায় ১৫ জন ছাত্রদল সমর্থক ছাত্রছাত্রীর আহত হওয়ার' ঘটনাকি নিতান্তই কাকতালীয় বিষয়? তিনি কি জানেন না যে, 'সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পক্ষে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের ওই শান্তিপূর্ণ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে চাকসু অফিসে বসে আলোচনার সময় তাদের উপর শিবিরের ছাত্রদের হামলা চলে? গুরুতর আহত অবস্থায় ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদককে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে?'

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হামলার সময় শিবির সমর্থকরা ওই সাধারণ সম্পাদককে মাটিতে ফেলে তার চোখ উপড়ে নেবার চেষ্টা করে? জনাব নিজামী, সন্ত্রাস ও হামলার এই পৈশাচিক ধরন কি ফ্যাসিবাদী চরিত্র প্রতিফলিত করে না? ঠিক এমনি পৈশাচিক চরিত্র আমরা এর আগেও প্রকাশ পেতে দেখেছি। শিবিরের কর্মীদের মধ্যে এই ধরনের ফ্যাসিবাদী চরিত্র 'প্র্যাকটিস' করতে দিয়ে জনাব নিজামীরা কি নিজেদের কথা ও কাজের অসঙ্গতি প্রকাশ করছেন না?

আমরা অপেক্ষা করে আছি, জনাব নিজামী এই হামলার কোন প্রতিবাদ জানান কি না দেখার জন্য। কথায় ও কাজের এই ধরনের অসঙ্গতির ইসলামী পরিভাষায় কি বলা হয়ে থাকে, জনাব নিজামীর নিশ্চয়ই তা অজানা নেই। আমরা আরো অবাক হচ্ছি লক্ষ্য করে, যে দলের ছাত্রদের উপর এই নৃশংস আক্রমণ সেই সরকারী দলের শিক্ষামন্ত্রী ক'দিন আগে চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে শিবিরের ছাত্রদের উদ্দেশে শান্তির অমিয়বাণী প্রচার করে এসেছেন। প্রাজ্ঞ মন্ত্রী কি এই সত্য ভুলে গেছেন যে, মাংসাহারী কখনোই তৃণভোজী হতে পারে না, ওটা তার স্বভাবের বিপরীত।

প্রসঙ্গতঃ আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকাল ধরে অচলাবস্থা সত্ত্বেও প্রশাসন ও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভিসি'র বাড়ি

তারিখ 18 AUG 1991
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ঘেরাও তাদের মাথা ব্যথার কোন কারণ ঘটায়নি। অথচ এ দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন উদাহরণ অসংখ্য যে, পুলিশ সদিচ্ছার সাথে সক্রিয় হলে যে কোন ধরনের প্রতিরোধ- তা সন্ত্রাসই হোক বা নীতিসঙ্গতই হোক অনায়াসে ভেঙ্গে দিতে পারে। তাহলে কি এ কথাই আমাদরে বিশ্বাস করতে হবে যে, সরকার বিশেষ কোন কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরী হামলার ক্ষেত্রে নমনীয় নীতি গ্রহণ করে চলেছেন? এমন কি একাধিকবার তাদের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ছাত্রদলের উপর শিবিরের হামলা সত্ত্বেও তা করেছেন?

আমরা মনে করি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের স্পর্ধিত হামলা এবং জামায়াতের পক্ষে তাদেরকে পরোক্ষ মদদদান গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লংঘন করেই চলেছে। এর প্রতিবিধান আবশ্যক। সরকার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রশাসনের এ বিষয়ে কঠোর আইনসঙ্গত নীতি গ্রহণ করা উচিত। অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু ব্যবস্থা গ্রহণের সময় ফুরিয়ে যায়নি; অবশ্য সময়ের ঘন্টা বেজে চলেছে, আর সেজন্যই আর দেরি না করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আজ যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, চট্টগ্রাম

> চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের স্পর্ধিত হামলা এবং জামায়াতের পক্ষে তাদেরকে পরোক্ষ মদদদান গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লংঘন করেই চলেছে। এর প্রতিবিধান আবশ্যক। সরকার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রশাসনের এ বিষয়ে কঠোর আইনসঙ্গত নীতি গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী শক্তি নিজদের অপরাজেয় ভেবে অধিকতর সন্ত্রাসের আয়োজনে মত্ত হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসের শিকড় গোড়া থেকেই নির্মূল করা দরকার। এর আরো একটি কার্যকরী দিক হলো, চট্টগ্রামের উদাহরণ অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ হবার পক্ষে পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সরকারের পক্ষে নৈতিক শক্তি সৃষ্টি হবে অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বন্ধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে। শুধু মুখে মুখে সন্ত্রাস-বিরোধী বুলিই নয়, কার্যক্ষেত্রে সরকার ও সংশ্লিষ্ট দলগুলোর কথা ও কাজে সঙ্গতি প্রমাণের সুযোগও এতে তৈরি হবে। এতে অনাচারীর মুখোশ উন্মোচিত হবে। আর শান্তিপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণও এই নৈতিক বিশ্বাসে নিশ্চিত হতে পারবেন যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রহৃত হয়েও পরাজিত নয়। এই বিশ্বাস গণতন্ত্রের সুস্থ, ভবিষ্যত অগ্রযাত্রার সহায়ক হবে।

[আহমদ রফিক : কবি ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- রক্তের নিসর্গে স্বদেশ, আরেক কালান্তরে, শিল্প-সংস্কৃতি-জীবন ইত্যাদি।]